অনিমিত্তই যে কার্য্যে প্রবৃত্তির হেতু, তাহার নাম অনিমিত্তনিমিত্ত। এই-রূপ স্বধর্ম্মে ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিশূন্য স্বধর্ম্মে নির্ম্মলচিত্তের দ্বারা এবং কথা শ্রবণের দ্বারা পরিপুষ্টা আমাতে তীব্রা ভক্তি দ্বারা এবং তত্ত্বদর্শী শাস্ত্রোত্থ জ্ঞানদ্বয়ে ও জীবাত্মা পরমাত্মার ধ্যানরূপ যোগ দ্বারা এবং বলীয়ান্ বৈরাগ্য দ্বারা এবং যে তীব্র ধ্যানই ধ্যাতৃধ্যেয়বিবেকশূন্য হইলে সমাধি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, সেই সমাধি দ্বারা যে প্রকৃতি অহর্নিশ প্রচুরভাবে অভিভূয়মান হইলে ক্রমে ক্রমে অগ্নিযোনি কাষ্ঠের ন্যায় অর্থাৎ অগ্নি অতিশয় প্রবল হইলে যেমন সেই আগুনকে নিভাইবার জন্য মানুষ সেই অগ্নি প্রজ্বলনের কারণ কাষ্ঠকে অগ্নি হইতে বিদূরিত করে, তেমনই সেই মায়াও নিজ অংশ অবিদ্যার সহিত সেই সাধক পুরুষ হইতে তিরোহিতা হইয়া থাকে। এস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং ত্বচ্চরণার্চ্চনম্॥ ১০। ৮১॥ অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুর চরণার্চ্চনই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রাপ্তির মূল হেতু—এইপ্রকার উল্লেখ থাকায় ভক্তিই নিখিল সাধনের অঙ্গিনী ; কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি তাহার অঙ্গ, তথাপি এস্থানে ভক্তিকেই যে কর্ম্ম জ্ঞানযোগের অঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার কারণ সেই সকল সাধকের ভক্তিতে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির সহিত সাধারণ দৃষ্টি আছে। এই অভিপ্রায়েই ভক্তিকে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির অঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব, সেই সকল সাধকের মোক্ষমাত্রই ফললাভ হইয়া থাকে কিন্তু শ্রীভগবানে প্রেমলাভ হয় না॥ ২২৬॥

এইক্ষণ কৈবল্যকামা দ্বিতীয়প্রকার জ্ঞানমিশ্রার উদাহরণ ১১।১৮ অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের প্রতি শ্রীভগবদুক্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ॥১১।১৮।২১

মুনি বিজন ও নির্ভয়স্থানে অবস্থান করতঃ মদীয় ভাবনায় নির্ম্মলান্তঃ-করণ হইয়া আমার সহিত অভিন্নরূপে একমাত্র আত্মাকেই চিন্তা করিবে।২৭

তাহা হইলে এই পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে কৈবল্যকামা ভক্তির মধ্যে জ্ঞান-মিশ্রার পরিচয় দেওয়া হইল। এইক্ষণ ভক্তিমাত্রকামার ভিতরে কর্ম্মমিশ্রার দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে। ১১।১৮ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্। পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥ ইত্যাদি মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।